দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'আট খলিফা'র খপ্পরে জবি

অনিয়ম-দুর্নীতিতে শিক্ষার মান ও প্রশাসনিক শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা

■ মাহবুব রনি ও সরোজ মেহেদী

'আট খলিফা'র দুষ্টচক্রে বন্দি হয়ে পড়ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বেড়াজালে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা সুবিধা আদায়ের জন্য নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এ চক্র আগের চেয়েও বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিকেও নিজেদের গন্ডির মধ্যে ঘিরে রেখেছেন। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। একইসাথে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা করছেন সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তারা।

কারা এই 'আট খলিফা' : বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটিতে সদস্য নিয়োগে অনিয়ম, অধ্যাপক পদে নিয়োগের শর্ত শিথিল, প্রভাষক পদে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দেয়া, প্রশাসনিক বিশৃংখলা, স্বজনপ্রীতি, শিক্ষকদের গাড়ি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারসহ নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। কিন্তু কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তার ঐ চক্রকে ভেদ করে এ সকল অনিয়মের প্রতিকার করতে পারছেন না তারা।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

'আট খলিফা'র খপ্পরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে চক্রটি 'আট খলিফা' নামে পরিচিত। এই 'খলিফাদের' অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। আর এ থেকে সৃষ্ট ক্ষোভের কারণে শিক্ষকরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের পিছনে কলকাঠি নাড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই কয়েকজন শিক্ষক। এদের মধ্যে প্রধান আটজনকে শিক্ষকরা 'আট খলিফা' ডাকেন। এ শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তাদের ইচ্ছেমত সিদ্ধান্ত বের করছেন। খলিফাদের মধ্যে দুইজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এবং দর্শন, ফার্মেসী, মাইক্রোবায়োলজী, ইংরেজি, মনোবিজ্ঞান ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে একজন করে রয়েছেন। এছাড়া এদের সাথে আরো কয়েকজন শিক্ষক মিলে অনিয়ম করছেন বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক শিক্ষক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন অধ্যাপক জানান, ডিসি অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ একাডেমিকভাবে খুবই যোগ্য ব্যক্তি। প্রশাসনিক যোগ্যতাও তাঁর অতুলনীয়। কিন্তু তাঁকে প্রভাবিত করে সুবিধা আদায় করছেন কয়েকজন শিক্ষক। মূলত নানাভাবে সুবিধা আদায় ও গ্রুপিং শক্তিশালী করতে তারা ডিসিকে ঘিরে রয়েছেন। পুলিশ দ্বারা শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের পেছনেও সক্রিয় এ শিক্ষক চক্রটি-এমন অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটি গঠন নিয়ে নাটক : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটি পুন: গঠন করা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাটক তৈরি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। 'আট খলিফা'র কয়েকজনকে ঐ কমিটিতে নিয়োগ দিতে প্রথমে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও পরে কমিটির পরিধি ১৪ করা হয়। 'খলিফা'দের মনঃপুত নয় এমন সদস্যদের ঐ ১৪ সদস্যের কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়। এ ঘটনাকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন জবি শিক্ষকরা।

২০০৯ সালের ২২ মার্চ সিন্ডিকেটের ২৩তম সভায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস রুলস চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২-তে উন্নীত হয়। গত বছরের ২২ নভেম্বর সিন্ডিকেটের ৪৩তম সভায় সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। পরেরদিনই কমিটির তিন সদস্যকে বাদ দিয়ে নতুন নয়জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে একই সিন্ডিকেট সভার বরাত দিয়ে একই স্মারকে দুই ধরনের কমিটি গঠনের অফিস আদেশ জারি করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, একই সিন্ডিকেটের ও স্মারক নম্বরের বরাত দিয়ে কমিটি গঠনে দুইটি অফিস আদেশ জারি হতে পারে না। এটি নিয়মসিদ্ধ নয়। এ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্বৃত্তদের অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রমাণ। তারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক খুব দ্রুত পদোন্নতি চান। দ্রুত পদোন্নতি পেতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান সার্ভিস রুলে নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন করতে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাঝে উদ্বেগ তৈরি করেছে। নতুন কমিটি সিন্ডিকেটের অনুমোদিত কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ অহিদুজ্জামান বলেন, আগের অ'ট সদস্য বিশিষ্ট কমিটি সংক্রান্ত চিঠিটি 'ভুল' ছিল। তাই পরে একই স্মারকে আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়। এতে কারো স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব তিনি এড়িয়ে যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার অধ্যাপক ড. শওকত জাহাঙ্গীর বলেন, কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটিকে কেন ৮ সদস্য থেকে ১৪ সদস্য করা হল তার জন্য তদন্ত করা দরকার। আর তদন্ত করলেই 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বেরিয়ে আসবে।

চাকরি স্থায়ীকরণে অনিয়ম : আগের কর্মস্থলের ছাড়পত্র ছাড়াই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে এক কর্মকর্তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঐ পদে অপেক্ষাধীনে থাকা সুকুমার চন্দ্র সাহার নিয়োগে ও চাকরি স্থায়ীকরণে স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কয়েকজন যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে তার ডিগ্রী নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া তার বিরুদ্ধে আগের কর্মস্থল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব গরমিলের অভিযোগ রয়েছে।

এ অবস্থায় তার এ চাকরি স্থায়ীকরণকে অবৈধ বলে মত দিয়েছেন একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসি ও 'আট খলিফা' চক্রের সাথে সুকুমারের সুসম্পর্কের কারণেই চাকরি স্থায়ী করা হয়। এটি স্বজনপ্রীতির নির্লজ্জ উদাহরণ। এ প্রসঙ্গে সুকুমার চন্দ্র সাহা জানান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'একটি চক্র' অন্যায়ভাবে তার ছাড়পত্র আটকে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই তিনি আবেদন করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. অহিদুজ্জামান বলেন, সুকুমার চন্দ্রের আগের কর্মস্থলের ছাড়পত্র এখনো জবি কর্তৃপক্ষ পায়নি। তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিয়েছে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (সুপ্রিম অথরিটি)। নতুনভাবে এ নিয়োগের কারণে সুকুমার কুবি থেকে কোন বেতন সুবিধাদি পাবেন না।

প্রকৌশলী নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলে জবির সাবেক ট্রেজারার শওকত জাহাঙ্গীর বলেন, কিভাবে ছাড়পত্র ছাড়া একজন প্রকৌশলীর চাকরি স্থায়ী হয়, তা প্রশাসন বলতে পারবে। তিনি বলেন, আমি থাকাকালীন এই প্রকৌশলীর বেতন তিন মাস বন্ধ করে দিয়েছিলাম কিন্তু প্রশাসন পরে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তার বেতন চালু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে : নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে জড়িত এক শিক্ষক জানান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য একটি ১৪ সিটের মাইক্রোবাস কেনা হয়। কিন্তু শিক্ষকরা গাড়িটি ব্যবহার করতে পারেননি। ব্যবহার করেছেন জবি ডিসি'র ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) জাহিদ আলম। এ নিয়ে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু অবস্থার প্রতিকার হয়নি। অবশেষে গত নভেম্বরে ঈদুল আযহার সময় ঐ গাড়ি নিয়ে ঢাকা থেকে জামালপুরে গ্রামের বাড়ি যাত্রা করেন জাহিদ। সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়িটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত হন জাহিদ নিজেও। গাড়িটি এখনো মেরামত করা হয়নি। জবি'র পরিবহন কমিটির বৈঠকেও এ ঘটনায় প্রশ্ন তোলা হয়। তবে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি জাহিদ আলমের বিরুদ্ধে। উপরন্তু জাহিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতির জন্য নানাভাবে তদবির করছেন বলে জানা যায়। এ বিষয়ে জাহিদ আলম জানান, পরিবহন কমিটির অনুমোদন নিয়েই তিনি ব্যক্তিগত কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করেছেন।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ : বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় নিয়োগ স্থগিত করেছে প্রশাসন। তবে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তিনজন প্রভাষক নিয়োগের জন্য গত ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় ১৯ জন উত্তীর্ণ হন। গত অক্টোবরে সাক্ষাৎকারের পর তিনজনের পরিবর্তে চারজনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ ঘটনায় সাক্ষাৎকারে অনুত্তীর্ণ কয়েকজন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে বলা হয়, সুপারিশে যোগ্যতর প্রার্থীদের বাদ দেয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯ জনের বাইরেও ফেল করা একজনকে সাক্ষাৎকারের কার্ড দেয়া হয়েছিল। ঘটনাটি জানাজানি হলে শেষ পর্যন্ত ঐ প্রার্থী সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হননি।

জানা গেছে, সিন্ডিকেটের অনুমোদিত ব্যক্তিদের এড়িয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল অদুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক আ ন ম রইসউদ্দীনকে প্রার্থী বাছাই কমিটির বিশেষজ্ঞ করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক জানান, বিভাগের সাবেক এক চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা ডিসিকে 'ম্যানেজ' করে প্রার্থী নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছিলেন। তবে বিভাগের তৎকালীন চেয়ারম্যান আবদুল অদুদ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এদিকে জানা যায়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গত নভেম্বরের শুরুতে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। আর ঈদুল আযহার ছুটি শেষে ১৩ নভেম্বর তারা কাজে যোগ দেয়। এদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো বেতন-বাজেট নির্ধারণ করা হয়নি। ডিসি'র আহ্বায়কে এক কর্মকর্তা টাকার বিনিময়ে তাদেরকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগেও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে।

অধ্যাপক পদে নিয়োগের শর্ত শিথিল : রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের জন্য অধ্যাপক পদে পদোন্নতির বিদ্যমান শর্ত শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অভ্যন্তরীণ সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়ার নাম করে দলীয় বিবেচনায় এ শর্ত শিথিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষকের মাঝে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্র জানায়, গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞাপিত পদে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগের শর্তাবলীতে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্ত শিথিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য কোন্ শ্রেণীতে বা ক্যাটাগরিতে শর্ত শিথিল করা হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। শর্ত শিথিলের বিষয়টি নির্দিষ্ট না করায় অধ্যাপক পদে অপরিপক্ব শিক্ষকরা পদোন্নতি পাবেন।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এটি একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুতেই অধ্যাপক পদে নিয়োগের শর্ত শিথিল করা হলে এটি গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণা দুর্বল হয়ে পড়বে। সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

ডিসি যা বলেন : সার্ভিস রুলস প্রণয়ন কমিটির ব্যাপারে জানতে চাইলে ডিসি অধ্যাপক মেসবাহউদ্দীন আহমেদ বলেন, বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজন আছে মনে করে কমিটিকে আট সদস্য থেকে ১৪ সদস্য করা হয়েছে। এতে খারাপ কিছু করা হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। অধ্যাপক নিয়োগে শর্ত শিথিল করার বিষয়ে ডিসি বলেন, সিন্ডিকেট মনে করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগের যে ধারা তা শিথিল করা দরকার তাই তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে তো দোষের কিছু দেখছি না। তিনি বলেন, প্রকৌশলী নিয়োগের ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে সব নিয়ম মেনে করা হয়েছে। ছাড়পত্র ছাড়া কিভাবে নিয়োগ দেয়া হল, প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ছাড়পত্র ছাড়া যে নিয়োগ দেয়া যায় না এমন কোন নিয়ম নেই। আমরা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়পত্র দেয়ার জন্য বার বার চিঠি দিলেও তারা আমাদের চিঠির কোন জবাব দেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা ছাড়পত্র ছাড়াই নিয়োগ দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন, নানা অভিযোগের কারণে অধ্যাপক নিয়োগ এখন বন্ধ আছে। পরে যখন নিয়োগ দেয়া হবে তখন যথাযথ নিয়ম মানা হবে। এরপরও কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই তা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।